ইত্তেফাক

৩৩৬

তারিখ 27.1.85
পৃষ্ঠা ... 2 কলাম 1

দৈনিক ইত্তেফাক

শুক্রবার, ১২ই মাঘ, ১৩৯০

দেড় কোটি বইয়ের বাঁধাই বন্ধ

পুস্তক গ্রন্থনী সমিতি ও পুস্তক বাঁধাই মালিক সমিতি ষষ্ঠ হইতে দশম শ্রেণী পর্যন্ত এই পাঁচটি শ্রেণীর প্রায় দেড় কোটি বইয়ের বাঁধাইয়ের কাজ বন্ধ করিয়া দিয়াছে। পুস্তক গ্রন্থনী সমিতি এর কারণ হিসাবে উল্লেখ করিয়াছে যে, বই বাঁধাইয়ে বোর্ডের যে রেট রহিয়াছে, পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি তাহা অনুসরণ করিতেছে না। তাই বাধ্য হইয়া তাহাদের এ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইয়াছে। ব্যাপারটি পুস্তক গ্রন্থনী শ্রমিক ও পুস্তক বাঁধাই কারখানার মালিকদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সন্দেহ নাই। নিম্ন শ্রেণীর বোর্ডের বই গ্রন্থনা ও বাঁধাই করিয়া তাহারা পাইয়াছে এক রেট। অন্যদিকে একই পৃষ্ঠা বা কলেবরের উচ্চ শ্রেণীর বই গ্রন্থনা ও বাঁধাইয়ের জন্য তাহাদের গ্রহণ করিতে হইবে অন্য বা নিম্ন রেট। নীতিগতভাবে ইহা স্বীকার করা খুবই কষ্টকর বৈকি! তাছাড়া এই ধরনের ক্ষুদ্র শ্রমিক বা ক্ষুদ্র কারখানার মালিকদের যে আয় তাহাতে রেটের ক্ষেত্রে কিছু হেরফের হওয়ার মানেই হইতেছে আর্থিক দিক দিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া। বর্তমান বাজার পরিস্থিতিতে আর যে-ই এই ক্ষতি স্বীকার করিতে সমর্থ হউক, এই স্বল্প আয়ের লোকদের পক্ষে ইহা প্রায় অসম্ভব। তবে এক্ষেত্রে পুস্তক প্রকাশকদের দিকটিও উপেক্ষণীয় নয়। তাহারা বই প্রকাশ করে মুনাফার জন্য। তাহাদের এ জন্য পারস্পরিক প্রতিযোগিতায় লিপ্তও হইতে হয়। অন্যদিকে বোর্ডের বই প্রকাশে প্রতিযোগিতার কোন বালাই নাই। তাহারা কাগজ পায় ইউনিসেফের বদৌলতে এবং প্রকাশনা ব্যয়ে ভর্তুকি আসে সরকারী তহবিল হইতে। ফলে তাহাদের পক্ষে বইয়ের মূল্য কম নির্ধারণ সম্ভব, যাহা বেসরকারী পুস্তক প্রকাশকদের নিকট প্রায় অকল্পনীয়। এজন্য বেসরকারী পুস্তক প্রকাশকরা ভিন্ন কোন রেটে বই বাঁধাইয়ের চেষ্টা করিলে বিস্মিত হওয়ার কিছুই নাই। তবে এ ব্যাপারে অবশ্যই পুস্তক প্রকাশক ও বাঁধাই শ্রমিকদের মধ্যে পূর্বাহ্নিক চুক্তি থাকা সঙ্গত ছিল। আবার শ্রমিকদের সহিত এ ধরনের কোন চুক্তি ছাড়া পুস্তক প্রকাশকরা বই বাঁধাই করিতে গিয়াছে ইহাও বিশ্বাসযোগ্য নয়। তাই বিষয়টি কেবল জটিলই নয়, গোলমালের বলিয়াও মনে হয়।

তবে শ্রমিকদের গ্রন্থনা ও বাঁধাই রেটের গোলমালের চাইতে যে বিষয়টি আমাদের অত্যন্ত উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিয়াছে তাহা হইতেছে ছাত্র-ছাত্রীদের বই প্রাপ্তির ব্যাপার। জানুয়ারীর প্রথমেই নতুন ক্লাস শুরু হইয়াছে। মাস যায় যায়। এখনো যদি দেড় কোটি বই অগ্রন্থিত অবস্থায় পড়িয়া থাকে তাহা হইলে এই বই গ্রন্থিত ও বাঁধাই হইয়া পুস্তক প্রকাশকদের মাধ্যমে তাহাদের নিকট পৌছিতে কমপক্ষে আরো দেড়-দুই মাস সময়ের প্রয়োজন হইবে। সুতরাং বই গ্রন্থনা ও বাঁধাই বন্ধ থাকার অর্থ যে শুধু বই স্তূপাকার করিয়া রাখা তাহাও নয়, ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশুনা বন্ধ রাখাও এর নামান্তর। তাছাড়া, দেশের পড়াশুনার মান এমনিতেই আদৌ আশাব্যঞ্জক নয়। এর কারণ যাই হউক, শিক্ষকরা একদিকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণদান করিতে ব্যর্থ হইতেছেন, অন্যদিকে ছাত্র-ছাত্রীরাও পড়াশুনায় যথেষ্ট মনোযোগ প্রদান করে না। এ পটভূমিতে পুস্তক সরবরাহে বিঘ্ন ও বিলম্ব সৃষ্টি হইলে শিক্ষাঙ্গনে যে তোলপাড় সৃষ্টি হইবে ইহাতে সন্দেহ কি! তাই আমরা মনে করি, বই বাঁধাইয়ের রেটের ব্যাপারে কোন মতদ্বৈধতা থাকিলে উভয় পক্ষেরই উচিত, পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে এ ব্যাপারে একটি গ্রহণযোগ্য সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া। ইহা প্রয়োজন যেমন ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য, ঠিক তেমনি প্রয়োজন বই গ্রন্থনা শ্রমিক, কারখানা মালিক ও পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতাদের জন্যও।